R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে মাঘ, বুধবার, ১৪০৬ সাল। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

অফিসে ঢুকে সাব ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারকে মারধোরের চেষ্টা
টেলিফোন কর্মীদের লাগাতার কর্ম বিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ ফেব্রুয়ারী বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন দপ্তরের সাবডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার সোহরাব আলি তাঁর দপ্তরে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। এর প্রতিবাদে ঐ বিভাগের কর্মীরা কর্মবিরতি শুরু করেন ৬ ফেব্রুয়ারী থেকে। ঘটনার কিছু পরে এক সাক্ষাতকারে সোহরাব আলি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—ঐ দিন বিকেল চারটা নাগাদ অফিসে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়জুমলায় একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে জে, টি, ও রজতশুভ্র কংসবণিকের সাথে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ পুর কমিশনার পরিচয় দিয়ে গৌতম রুদ্র নামে একজন অফিসে ঢুকে জে, টি, ওকে প্রশ্ন করেন আপনি জে, টি, ও ? আপনাদের কেবল লাইনের সিডিউল কি আছে ? জে, টি, ও আমাকে দেখিয়ে বলেন উনি আমাদের অফিসার। এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। আমি তাঁকে জানায়—এক বা দেড় ফুট গর্ত করে কেবল লাইন বসানো হয়। পাওয়ার কেবল বা জলের লাইন থাকলে সে সব ক্ষেত্রে নিয়ম পরিবর্তন করতে হয়। গৌতমবাবু প্রশ্ন করেন—এ সব কাজ দেখাশোনা কে করেন ? আমি জানায় মাঝে মাঝে আমি করি, জে, টি, ও বা দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরাও করেন। এরপর হঠাৎ গৌতম রুদ্র (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হ'লো

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৩—৫ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে পালিত হ'লো। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আতসবাজী প্রদর্শনী সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষিত করে। ছাত্রদের পরিচালিত বিজ্ঞান ও চিত্র প্রদর্শনীও প্রশংসা লাভ করে। তবে অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অতিথি অভ্যাগতরা ও সাংস্কৃতিক শিল্পীরা কেউ পৌঁছাতে পারেননি, কেউ বা পৌঁছেও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এতে উদ্যোক্তাদের কিছু অর্থ দন্ড হয় বলে স্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক আশীষ ঘোষাল জানান। অনুষ্ঠান শেষ হলেও উৎসব উপলক্ষে কত আয় ও ব্যয় হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হিসাব করে উঠতে পারেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ৩ ফেব্রুয়ারী সকালে স্কুলের পুরাতন ভবনে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। ঐ দিন দুপুরে মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন প্রফেসর রাধাকান্ত মন্ডল, পূর্ব রেলের প্রাক্তন চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সুবলচন্দ্র হালদার, পঃ বঃ সরকারের ইলেকট্রনিকস্ টেস্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর সতীনাথ চ্যাটার্জী। এ ছাড়াও বহু প্রাক্তন ছাত্র হাজির ছিলেন। এলাকার দুই কংগ্রেস বিধায়ক হবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব ছাড়াও স্কুলের প্রাক্তন সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'শিক্ষার সেকাল ও একাল'—শীর্ষক আলোচনা চক্রে যোগ দেন স্থানীয় (৩য় পৃষ্ঠায়)

অবহেলিত রবীন্দ্রভবনকে আধুনিক মঞ্চে রূপ দিতে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পৌরভবনে রবীন্দ্রভবন সংস্কার বিষয়ে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল গত ৪ ফেব্রুয়ারী। পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানালেন, মঞ্চটি অভিনয় উপযোগী করতে যা খরচ হবে সে টাকা পুরসভা থেকে দেওয়া হবে। হলে শব্দ সম্প্রসারণ ব্যবস্থা ত্রুটি মুক্ত করে উন্নত করার জন্য বিশেষজ্ঞ টেকনিসিয়ানের মতামত এবং প্ল্যান দরকার কাজে হাত দেবার আগে। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলম্বে কাজের খুঁটিনাটি জেনে নিতে এবং সেই প্রতিবেদন এক সপ্তাহের মধ্যে পুরসভায় পেশ করতে ভার দেওয়া হয় সাংস্কৃতিক কর্মী মানিক চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। এজন্য দরকার মত রাহাখরচও (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুলিশ ক্যাম্পকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গ্রামে সংঘর্ষ চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানার সাঁকোপাড়া, অর্জুনপুর, খোদাবন্দপুর, মুন্সিকনগর, টিনটিনা বটতলায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের ক্ষমতার লড়াই-এ এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা পুরোপুরি বিঘ্নিত। ঈদের মুখে যাতে ওখানে কোন নতুনভাবে অশান্তি শুরু না হয় তার জন্য অর্জুনপুর থেকে এক শান্তি পদযাত্রা বার হয়ে খোদাবন্দপুর গঙ্গার ধারে শেষ হয়। ঐ পদযাত্রায় জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, স্থানীয় বিধায়ক মাইনুল হক ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মীরা সামিল হন। তবে শান্তি পদযাত্রার পরও ঐ এলাকায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, সহজ কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ অধিকারের মধ্যেই ॥

আজকাল বিভিন্ন স্তরের—সরকারী বা বেসরকারী, কর্মচারীদের নানা সংগঠন রহিয়াছে। এই সব সংগঠন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নানা স্বার্থে কাজ করিয়া থাকে। চাকুরির নিরাপত্তা, আর্থিক প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সংগঠনগুলি হইতে সদস্যদের জন্য বিভিন্ন দাবী জানানো হয় এবং ঐ সব দাবী পূরণে আন্দোলনও করিতে হয়। অতএব কর্মচারী সংগঠনগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে কাজকর্ম চালাইতে পারে, তাহার জন্য প্রতি সংগঠনের পরিচালকদের বিস্তর চিন্তাভাবনা করিতে হয়। সুতরাং সংগঠনের কাজ ও আন্দোলন চালাইবার জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সময়ের প্রয়োজন অবশ্যই হয়।

খবরে প্রকাশ, আন্দোলনের স্বার্থে ও সংগঠন চালাইবার জন্য নেতাদিগকে অফিসে কাজ করিতে করিতে অফিস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। কখনও বা হাজিরা বহিতে উপস্থিতির সহি দিয়া তাঁহারা চলিয়া যান এবং সংগঠনের কাজ করেন। সরকারী অফিসগুলিতে ইহার ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক টেবিলে ফাইলের স্তূপ জমা হয়; এইগুলির কাজ শেষ করা বেশ সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। আর তাহার জন্য নানা প্রকল্পের কাজ যথেষ্ট ধীর গতি হয়; দেশের ও জনসাধারণের স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য অফিস চলাকালীন কাজ কামাই করিয়া আন্দোলন এবং সংগঠনের কাজ করা অধিকারের মধ্যে পড়ে না বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং তাই তাঁহারা সরকারী কর্মী-সংগঠন (কো-অর্ডিনেশন কমিটি) এর এবংবিধ ক্রিয়াকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায় যে, সম্প্রতি বর্ধমান শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির (বর্ধমান জেলা) সম্পাদক নাকি বলিয়াছেন যে, আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের স্বার্থে অফিসে হাজিরা দিয়া অফিস ছাড়িয়া নেতারা চলিয়া যাইতে পারেন; ইহা তাঁহাদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। আরও জানা গেল যে, অফিসে হাজিরা দিয়া অফিস ছাড়িয়া গিয়া সংগঠনের কাজ অথবা আন্দোলন চালানর জন্য কর্ম-সংস্কৃতি নষ্ট হয় বলিয়া যে কথা শুনা যায়, তাহাতে কো-অর্ডিনেশন নেতাদের অভিমত এই যে, অফিসারেরা দেরী করিয়া অফিসে আসেন এবং ছুটি না হইতেই অফিস ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাই তাঁহারাই কর্ম-সংস্কৃতি নষ্ট করেন।

সকাল দশটা হইতে বিকাল সাড়ে পাঁচটা অফিসে কাজের সময়। জলযোগের জন্য আধঘণ্টা ছাড়। সুতরাং সাত ঘণ্টা কাজ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে শনি ও রবিবার অফিস ছুটি। তাই এই দুইটি দিন সংগঠনের কাজ করা যায়। আর সরকারীভাবে ছুটি লইয়া আন্দোলনের কাজ চালান যাইতে পারে। অবশ্য ইহার প্রতিবাদ অনিবার্য। অফিসে আসিয়া অফিস ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি পাওয়া আইনসিদ্ধ নহে। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন নেতাদের অনেকেই মনে করেন যে, নেতাদের ক্ষেত্রে অফিসে হাজিরা দিয়া সংগঠনের কাজ ও আন্দোলন করার জন্য অফিস হইতে ছাড় পাওয়া তাঁহাদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ বক্তা ও শ্রোতা আজিকার জমানায় সুদুর্লভ।

হালফিল খবর কী? শ্রীবাতুলকে প্রশ্ন।

—রাজ্যব্যাপী খুন-জখম-অপহরণ-বাস-পোড়ান-বানান কচকচি।

* *

শেষেরটি বুঝলাম না। পুনঃ কথন।

—এটা স্থানীয় ব্যাপার। ফেব্রুয়ারী মাস না পড়তেই এর বানান নিয়ে তুলকালাম, দেখলেন না?

* *

বড় আশা ছিল, বর্তমান রেলমন্ত্রীর জমানায় ট্রেন ঠিকমত চলবে। তা হচ্ছে কৈ!

—একটি ক্ষুব্ধ মন্তব্য।

—রেল বলুন, বিমান বলুন, এখন সব আই এস আই-এর দোহাই দিয়ে ভাবলে ক্ষতি কি?

*

আই এস আই-এর মত এদেশের এরকম কোন সংস্থা ও-দেশে আছে কি?—প্রশ্ন।

—থাকলে আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন চুপ করে থাকত? আর এ-দেশে ও-দেশের সন্ত্রাসমূলক কাজ এত মাথাচাড়া দিতে পারত?

* *

পাকিস্তান ভারতীয় ৫০০ টাকার জাল নোট ছড়িয়ে দিচ্ছে। পঃ বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশে এই নোটের ছড়াছড়ি।—খবর।

—তাই ত! এখন আসল নোটকে জাল বলা ছাড়া উপায় কি বলুন? তা ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বিস্তার করা নোটের, গোয়েন্দার ও জঙ্গীর জাল কেটে বেরিয়ে আসা কঠিন।

* *

একটা হক কথা বলুন ত! জনৈকোবাচ।

—সংবিধান নিয়ে 'মারে জোয়ান হেঁইয়ো'!

পাঠশালার সরস্বতী পুজো

সুভাষচন্দ্র সেনগুপ্ত

শহরের বুকে আজকের দিনে হারিয়ে যাওয়া ভাল লাগার আনন্দোৎসবের অন্যতম ছিল পাঠশালার সরস্বতী পুজো ও তার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা। এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন সে দিনের পাঠশালা পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা। [সম্পাদক]

১৯০৮ সালে ফাঁসিতলার প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন দাদাঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু যামিনীমোহন ব্রহ্ম। পাঠশালার প্রথম ছাত্রদের মধ্যে এখনও জীবিত আছেন ৯৮ বছরের যুবক দাদাঠাকুরের জামাতা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পাঠশালার সরস্বতী পুজো ছিল এলাকার সকল বয়সের নরনারীর আনন্দোসবের আঙ্গিনা। পাশাপাশি সামাজিক চেতনা উন্মেষের এক মঞ্চ, যেখান থেকে প্রথম প্রতিবাদ জানান হয়েছিল তখনকার সমাজের এক দুরারোগ্য ব্যাধি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। পাঠশালার প্রথম পুজোর সূচনা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে ৺সলিলকুমার রায়, ৺লীলাময় রায় চৌধুরী, ৺পরমজ্যোতি ব্রহ্ম ও টুপোল ঘোষের উদ্যোগে। প্রতিমা শিল্পী সোনাটিকুরি গ্রামের ৺দিবাকর মালাকার ও পুরোহিত ছিলেন বালিঘাটার ৺অক্ষয় ভট্টাচার্য্য। ১৯৪৬ সালে আমাদের সমবয়স্ক বন্ধুরা এ পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। সে বছর পুজোমণ্ডপে এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল সাকেতদার (৺সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম) নেতৃত্বে। সাকেতদা তখন জেলখাটা গান্ধীবাদী স্বদেশী। সেদিন সোনা ঝলমলে সকালে বাজছিল সানায়ের মধুর সুর। অত সুন্দর পুজোর পরিবেশ, কিন্তু পুরোহিত (৩য় পৃষ্ঠায়)

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পাঁউরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

পাঠশালায় সরস্বতী পুজো (২য় পৃষ্ঠার পর)

শান্তি মুখার্জীর গম্ভীর মুখ দেখে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি সাকেতদা হরিজন মা-বোনেদের দিয়ে পুজোর ফলমূল কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা স্নান সেরে নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়ে পুজোর জোগাড়ে ব্যস্ত। এসব দেখে পুরোহিত মশাই ঘোর অনাচার বলে পালাতে উদ্যোগী হলে সাকেতদা পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বাধ্য করালেন পুজো করতে। পুজো শেষে আমরা আমাদের হরিজন বন্ধুদের সাথে অঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ করেছিলাম। আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে যখন হরিজনদের ছায়া স্পর্শে যেতে হতো গঙ্গা স্নানে, তখন পাঠশালাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করে সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ ও সমাজপতিদের ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন সাকেতদা। সেদিন থেকে তিনি হয়েছিলেন হরিজনদের দেবতা। পাঠশালার পুজোর আসল আনন্দ বিসর্জনের শোভাযাত্রা আমরাই প্রথম শুরু করেছিলাম। কেরোসিনের আলোর যুগে আমরাই প্রথম ভাগলপুর থেকে এনেছিলাম মাইকসেট ও জেনারেটরচালিত টিউব লাইট, যা দিয়ে আলোকিত হতো পুজোমণ্ডপ ও শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা ছিল নানা ধরনের সুসজ্জিত দেবদেবীর ট্যাবলো নিয়ে মিছিল। মহিষাসুরমর্দিনী, কালী, ষাঁড়ের পিঠে হরপার্বতী, অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু, ছিল দুধসাদা ঘোড়ার পিঠে খাপ খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁসি কি রাণী। এগুলি কোন মাটির মূর্তি ছিল না। ছিল প্রাণের স্পন্দনে সজীব দেবতাদের শোভাযাত্রা—কি সুন্দর লাগতো পাড়ার ছেলে-মেয়েদের কত মানুষ ভুল করে প্রণাম করতেন। অপূর্ব লাগতো দুর্গারূপী উদয়শংকর (নিমু) কে পেটের মধ্যে হাঁড়ি ঢুকান গণেশরূপী ভাটুসিংকে চেনার কোন উপায় ছিল না। এক হাতে লাঠি অন্য হাতে ডুগডুগি নিয়ে অবিকল ভল্লুকওয়ালার সাজে পল্টু দে ঠিক যেন জীবন্ত ভল্লুকরূপী অনু দাসকে নাচাত। ঝাঁসির রাণীর সাজে থাকত দেবযানী ব্রহ্ম। বালিঘাটার মোহিনীদা তার অপূর্ব কণ্ঠস্বরে শোভাযাত্রাকে ভক্তিরসে মাতাতেন রাধাকৃষ্ণের নৌকা বিলাসে। রাস্তা দিয়ে চলতো বিশাল পানসি নৌকা, সখীরা টানতো দাঁড়, একদিকে রাধাকৃষ্ণ অন্যদিকে মূল গায়েন মহিনীদার ভক্তিকণ্ঠে আপ্লুত দু' পাশের দর্শক। শোভাযাত্রার সামনে থাকতো মাথায় পাগড়ি বাঁধা নানা রঙের পোষাকে শোভিত ঘোড়সওয়ারদের এক অগ্রণী বাহিনী। যার প্রধান হয়ে মিছিল পরিচালনা করতেন সাকেতদা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সারা শহরের মানুষের এক পবিত্র মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতো এই শোভাযাত্রা।

মঞ্চে রূপ দিতে আলোচনা সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁরা পারেন। প্রসঙ্গক্রমে সভায় আলোচনা হয় যে রবীন্দ্রভবন হস্তান্তরের সময় আগের কমিটির কাছ থেকে ফাণ্ড পাওয়া যায়নি। পুরপিতা জানান, কোনও টাকা পয়সা আছে কি না তাও তিনি জানেন না। এ প্রসঙ্গে পূর্বতন কমিটির এক সদস্য জানান, সামান্য কিছু টাকা থাকতে পারে। মহকুমা শাসক তথা রবীন্দ্রভবন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি একবার জানিয়েছিলেন, প্রাপ্ত টাকার ইউটিলাইজেসন সার্টিফিকেট দাখিল না করায় সরকারী অনুদান আর পাওয়া যাচ্ছে না। ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি পুরসভা গ্রহণ করছে। আর যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য খুব দ্রুত মঞ্চটি ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে বলেও ঐ আলোচনা সভায় পুরপতি জানান।

গ্রামে সংঘর্ষ চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

অশান্তি কমেনি। ঈদের পরদিন ১০ জানুয়ারী সকালে টিনটিনায় কংগ্রেস নেতা মোড়ল হাজীর ছেলে রৌশনকে বোমা মারলে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ দিনই বিকেলে পালটা আক্রমণে অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জব এ্যাসিঃ সিপিএমের নজরুল সেখ বোমায় গুরুতর আহত হন। তাঁকেও আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুরে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সংঘর্ষ গ্রামে লেগেই রয়েছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হ'লো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বহু শিক্ষাবিদ। ৪ ফেব্রুয়ারী সকালে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। দুপুরে পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ সোমেশ রায়সহ কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র চিত্তাকর্ষক বক্তব্য রাখেন। ৫ ফেব্রুয়ারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে স্কুল ছাত্রদের ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যে কোনক্রমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়। ঐ দিনের প্রধান আকর্ষণ শিল্পী ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গীতানুষ্ঠান বাতিল করে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী করার কথা ঘোষণা করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্কুলের জন্মলগ্নের মাত্র দু'জন প্রাক্তন ছাত্র সৌরীণ চৌধুরী ও জিতেন সাহাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্বর্দ্ধনা জানানোয় অনেকে হতাশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব লীনা চক্রবর্তীর আসার কথা থাকলেও তিনি হাজির থাকতে না পারায় সতীনাথ চ্যাটার্জী মারফৎ স্কুল কর্তৃপক্ষকে দুঃখ প্রকাশ করে পাঠানো চিঠিটি সতীনাথবাবু মঞ্চে পাঠ করে শোনান।

কর্মীদের লাগাতার কর্ম বিরতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। ইচ্ছামতো লোককে কনট্রাকটারী দিয়ে ঘুষ খাচ্ছি বলে অভিযোগ আনেন। আমি এর প্রতিবাদ করলে উনি আমার গলা ধরতে এগিয়ে এলে অফিস কর্মীরা বাধা দেন এবং ওকে আমার ঘর থেকে বার করে নিয়ে যান। আমি লোকাল থানা ছাড়াও এস, ডি, ও ; এস, ডি, পি, ও ; আমাদের ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারকে ফোনে আমার নিরাপত্তাহীন অবস্থার কথা জানায়। থানা থেকে এক অফিসার ঘটনার তদন্তে এলে আমি তাকে গৌতম রুদ্রের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিই। এরপর গৌতম রুদ্র পুনরায় অফিসে ঢুকে পুলিশকে জানানোর জন্য আমাকে কেবল লাইনের গর্তে পুঁতে দেবেন বলে শাসিয়ে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌতম রুদ্রের ল' ইয়ার গৌরীশঙ্কর মুখার্জী আমাদের জানান—শহরের রাস্তাগুলো গর্ত করে এলোপাথারি কেবল লাইন বসানো শুরু করেছে টেলি দপ্তর। সব রাস্তায় এক সঙ্গে কাজ চালু না করে এক একটি রাস্তায় কাজ ও তার সংস্কার করে পরবর্তী রাস্তার কাজ শুরু করলে জনসাধারণের বিশেষ করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ওরা এক সঙ্গে শহরের প্রায় রাস্তা খুঁড়ে গর্ত করে চলাচলের অযোগ্য করে তুলেছে। কেবল লাইনে কতটা গর্ত হবে বা গর্ত পূরণের সময় তার উপর ইট না বিছানর কারণ জানতে যান গৌতমবাবু ৫ ফেব্রুয়ারী অফিসারের কাছে। নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে বা সদুত্তর দেবার কোন কৌশল না করতে পেরে গৌতমের উপর মিথ্যা মারধোরের অভিযোগ আনেন সাবডিভিশন্যাল টেলিকম ইঞ্জিনীয়ার। গৌতমের বাড়ীর ফোনের লাইন পর্যন্ত অকেজো করে দেয় দপ্তর। টেলি অফিসারের বিরুদ্ধে গৌতমের অভিযোগ থানা নেয় না বরং তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য তারা বাড়ী ধাওয়া করে। তাই ৭ ফেব্রুয়ারী কোর্টে হাজির করিয়ে তাঁর জামিন নেওয়া হয়েছে। ল' ইয়ার গৌরীবাবু আরো জানান ৭ ফেব্রুয়ারী টেলিফোন দপ্তরের সামনে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সভা হয়। সেখানে কেবল কনট্রাকটরের খুশিমতো কাজে প্রশ্রয় দেওয়া এবং দেখভাল না করার পিছনে টেলি দপ্তরের কর্তাদের বিরুদ্ধে অসাধুতা ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। এই প্রসঙ্গে টেলি দপ্তর সূত্রে জানা যায় ৭ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে সব ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় কর্মীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কেউ কাজ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। ঐ দিনই ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার এ ডি এমের সঙ্গে দেখা করে ইউনিয়নের মতামত তাঁকে জানালে তিনি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এখানে কর্মীরা কেউ কাজে যোগ দেননি। ৯ ফেব্রুয়ারী কর্মীদের এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘ ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী পালন করে। ২৩ জানুয়ারী পতাকা উত্তোলন ও মনিগ্রাম থেকে বালিয়া পর্যন্ত রোডরেস হয়। দুপুরে নেতাজীর জন্মক্ষণ পালন, বসে আঁক প্রতিযোগিতা, মহিলাদের আলপনা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা হয়। আলোচনা সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী সভাপতি, বিধায়ক পরেশ দাস প্রধান অতিথি ও কমলারঞ্জন প্রামাণিক বিশেষ অতিথি ছিলেন। স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২৪ জানুয়ারী ব্লক কৃষি বিভাগের উদ্যোগে এক কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক সরিফুল ইসলাম। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরতচন্দ্র সাহা। মহকুমা কৃষি আধিকারিক ও সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক কৃষি মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। নবগ্রাম থানার মেরাজ সেখ ও তার সম্প্রদায় দেশাত্মবোধন সংগীত পরিবেশন করেন। মেলায় মনিগ্রামের নির্মলকান্তি প্রামাণিকের শোলার তৈরী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ দর্শকদের প্রশংসা পায়। সন্ধ্যায় নাটক 'চিতায় জলছে ভালবাসা' অভিনীত হয়। ২৫ জানুয়ারী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং সাগরদীঘি অগ্নিবীণা সব পেয়েছি আসরের বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রভাতফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ভলিবল প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

মহাজাতি সদনে নেতাজী অনুষ্ঠানে রণময় প্রশংসিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৩ জানুয়ারী অচ্ছি পরিষদ পঃ বঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত নেতাজী স্মরণসভা কলকাতা মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। সেখানে রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ছাত্র রণময় সরকার সুভাষ বসুর পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঐ অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদের একমাত্র প্রতিযোগী ছিলেন। সভামঞ্চে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে সুভায় বসুর ভঙ্গীতে রণময়ের দশ মিনিটের ভাষণ উপস্থিত দর্শকদের অভিভূত করে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ✶ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।